সংবাদ

তারিখ ..18.DEC.2016.....
পৃষ্ঠা ..৬... কলাম...2.......

২০৩ স. প্রা. স্কুলের প্রধানসহ ৫৪৭ শিক্ষকের পদ শূন্য

মাঈনুদ্দীন আহমদ, ফেনী

ফেনী জেলার ৬ উপজেলায় ৫৫৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০৩টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদসহ ৫৪৭ শিক্ষকের পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য থাকায় বিদ্যালয়গুলোতে পাঠদান কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ফেনী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার ৬ উপজেলায় ৫৫৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। তার মধ্যে ২০৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের ২০৩টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। আদালতে মামলা থাকার কারণে দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ থাকায় প্রধান শিক্ষকের পদগুলো শূন্য রয়েছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরো অন্ততঃ শতাধিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ অবসরে চলে গেলে আরো শতাধিক প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়াসহ জেলায় ৩ শতাধিক প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়বে বলে জানা গেছে। এছাড়া, জেলায় বর্তমান সময় পর্যন্ত ৩৪৪টি সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে বলেও জানা গেছে। উপজেলা ওয়ারী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা হচ্ছে, ফেনী সদর উপজেলায় ১৫১টি বিদ্যালয় রয়েছে। এবং তার মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৫০টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৮০টি পদ দীর্ঘদিন ধরে শূন্য রয়েছে। একইভাবে সোনাগাজী উপজেলায় ১০৯টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৫০টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৮৭টি পদ, দাগনভূঞা উপজেলায় ১০২টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ৩৩টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৭৮টি পদ, ছাগলনাইয়া উপজেলায় ৭৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ২৯টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৩২টি পদ, ফুলগাজী উপজেলায় ৬৫টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ২৪টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৩৪টি পদ এবং পরশুরাম উপজেলায় ৫১টি বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষকের ১৭টি পদ ও সহকারী শিক্ষকের ৩৩টি পদ শূন্য রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, যে সব বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক আছেন সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষককে মাসিক সভা, প্রতিবেদন তৈরি ও দাপ্তরিক নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। সহকারী শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের পাঠদানে নিয়োজিত থাকেন। আবার যে সব বিদ্যালয়গুলোতে প্রধান শিক্ষক নেই সে সব বিদ্যালয়গুলোতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে থাকেন সহকারী শিক্ষকরা। এতে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকদের পাঠদান ও দাপ্তরিক কাজ উভয়ই একসঙ্গে চালাতে হচ্ছে। এছাড়াও শিক্ষকদের গুণগত শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সারাবছরই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ থাকায় কিছু শিক্ষক প্রশিক্ষণে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণালয়ে থাকায় সে সব বিদ্যালয়ে শ্রেণি শিক্ষকের সংকট সৃষ্টি হয়। তার ওপর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে যাওয়া-আসার পর আবার শ্রেণিকক্ষে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা সম্ভব হয়ে উঠে না। এ অবস্থায় বিদ্যালয়ে এক বা দুইজন সহকারী শিক্ষক সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত একটানা সব ক্লাশ নিতে হয়। এ কারণে শিক্ষক সংকট থাকা বিদ্যালয়গুলাতে পাঠদান কার্যক্রম ও প্রশাসনিক কার্যক্রম উভয় কাজই প্রায়ই ব্যাহত ও বিঘ্নিত হচ্ছে বলে জানা গেছে।

জেলার বেশ কয়েকটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরেজমিনে পরিদর্শনে গিয়ে অনেক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন জেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো কিংবা জেলা সদর বা উপজেলা সদরের বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর অনুপাতের তুলনায় শিক্ষক বেশি আছে। আবার গ্রামাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত কিংবা দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী বেশি থাকলেও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ মাত্র ৩ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। পরিদর্শনকালে আরো জানা যায়, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সকাল সাড়ে ৯টা থেকে পাঠদান শুরু হয়ে একটানা দুপুর ১২টা পর্যন্ত প্রথম শিফট এবং দুপুর ১২টা ১৬ মিনিট থেকে শুরু হয়ে একটানা বিকেল সোয়া ৪টা পর্যন্ত দ্বিতীয় শিফট পাঠদান চালু থাকার কথা থাকলেও গ্রামাঞ্চলের এবং দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে এ নিয়মের বালাই নেই। অভিযোগ, সকালে ১ ঘণ্টা দেরিতে সাড়ে ১০টার দিকে বিদ্যালয় খোলা হয় এবং বিকেলে ১ ঘণ্টা আগে সোয়া ৩টার দিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ছুটি দিয়ে দেয়া হয়। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার কথা থাকলেও তারা মাসে ১ বারও যান না এবং অযোগ্য লোকদের দ্বারা বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠিত হওয়ায় শিক্ষক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে শিক্ষকদের দ্বারা তাঁরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যান বলেও জানা গেছে। এ কারণে গ্রামাঞ্চল ও দুর্গম এলাকার বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্নমানের বলেও অভিযোগ রয়েছে।

> **ফেনী**
>
> **আদালতে মামলা থাকায় প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ**
>
> **-জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা**

ফেনী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিলকিস আরা বেগম অবশ্য তৎপর থাকলেও তার পক্ষে প্রতি মাসে ৫৫৬টি বিদ্যালয় পরিদর্শন সম্ভব হয়ে উঠে না। তিনি জানান, আদালতে মামলা থাকায় দীর্ঘদিন ধরে প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। নিয়োগ বন্ধ থাকায় এবং প্রতি মাসেই কিছু প্রধান শিক্ষক অবসরে যাওয়ায় মাসে মাসেই প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে বর্তমানে জেলায় ২০৩টি পদ শূন্য হয়ে পড়েছে এবং সহকারী শিক্ষকের ৩৪৪টি পদ শূন্য থাকার কথাও তিনি স্বীকার করেন। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতিসহ সহকারী শিক্ষক নিয়োগ হলেই সংকট কমে যাবে এবং কোন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলেও তিনি জানান।